# চলো যাই রাসূলের বাড়ি


মূল

শায়খ আব্দুল মালেক কাসেম

অনুবাদ ও তাখরীজ

মুফতী সাঈদ হাসান সা'দ নদভী

উলুমুল হাদীস: হাটহাজারী মাদরাসা

সিনিয়র মুহাদ্দিস : জামিয়া ইমাম আবু হানীফা রহ.

ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, গুলশান, ভাটারা, ঢাকা।



আশরাফিয়া বুক হাউস

অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং ৬)

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

০১৯১১০০৬৮০৬, ০১৬১১০০৬৮০৬


CamScanner

# সূচীপত্র


ভূমিকা ..... ৭
যিয়ারত ..... ১১
এ এক আকর্ষণীয় সফর ..... ১৪
আল্লাহর রাসূলের গুণাবলী ..... ১৭
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা-বার্তা ..... ১৯
ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান ..... ২১
আত্মীয়-স্বজন ..... ২৪
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসস্থান ..... ২৮
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ..... ৩১
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়েরা ..... ৩৫
দাম্পত্য জীবন ও স্ত্রীদের সাথে আচরণ ..... ৩৯
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিবাহ ..... ৪৩
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রসিকতা ..... ৪৬
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ..... ৫০
রাত্রি জাগরণ ..... ৫৩
ফজরের পর ..... ৫৫
চাশতের নামায ..... ৫৬
ঘরে নফল নামায আদায় করা ..... ৫৭
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্না ..... ৫৮
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়- নম্রতা ..... ৬০
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ..... ৬৪
হাদিয়া বিনিময় ও মেহমানদারী ..... ৬৭
শিশুদের প্রতি দয়া ..... ৭৩
সহশীলতা, নম্রতা ও ধৈর্যশীলতা ..... ৭৮
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাবার ..... ৮৫


CamScanner

অন্যের সম্মান রক্ষা করা ..... ৯১
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকিরের বর্ণনা .....৯৫
প্রতিবেশী সাথে আল্লাহর রাসূল সা. .....৯৬
মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করা .....৯৭
মানুষের অধিকারের বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সা.....৯৮
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহাদুরী ও সবর ..... ১০০
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ-প্রার্থনা .....১০৫
যিয়ারতের সমাপ্তি .....১০৭
বিদায় .....১১০

CamScanner

# اَلْمُقَدِّمَةُ

## ভূমিকা

الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على إمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن غالب الناس في هذا الزمن بين غالٍ وجاف ،فمنهم من غلا في الرسول عليه السلام حتى وصل به الأمر إلى الشرك والعياذ بالله من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به، وفيهم من غفل عن اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته فلم يتخذها نبراسا لحياته ومعلما لطريقه.

ورغبة في تقريب سيرته ودقائق حياته إلى عامة الناس بأسلوب سهل ميسر كانت هذه الورقات القليلة التي لاتفي بكل ذلك .لكنها وقفات ومقتطفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، ولم أستقصها، بل اقتصرت على ما أراه قد تفلت من حياة الناس، مكتفيا عند كل خصلة ومنقبة بحديثين أو ثلاثة، فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم حياة أمة وقيام دعوة ومنهاج حياة.. وهو عليه الصلاة والسلام أمة في الطاعة والعبادة، وكرم الخلق وحسن المعاملة، وشرف المقام... الخ

সকল প্রশংসা সেই জাতে বারী তাআলার যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ। এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী-রাসূলগণের ইমামের উপর যিনি প্রেরিত হয়েছেন বিশ্ব জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ।

বর্তমান যুগের অধিকাংশ লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপার বাড়াবাড়ি ও অবাধ্যতায় দু'ভাগে বিভক্ত।

তাদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি করে যে, তাদের কার্যক্রম শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। [আল্লাহর

আমি রেশম কাপড় ও অন্যান্য জিনিস ধরে দেখেছি, কিন্তু কোন জিনিস আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চেয়ে মোলায়েম বা নরম ছিল না, এবং রাসূলের শরীরের ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম কোনো ঘ্রাণ আমি কখনো পাইনি।[১৯]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম গুণাবলীর মধ্যে একটি হল হায়া বা লজ্জা। এমনকি এ সম্পর্কে আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযি. বলেন—

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ

অন্ত:পুরে পর্দায় থাকা বালিকার চেয়েও তিনি বেশী লজ্জা করতেন। তবে তিনি যদি কোনো কিছু অপছন্দ করতেন তা আমরা তার মুখমন্ডল থেকেই বুঝতে পারতাম।[২০]

এ হল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় দৈহিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। [আরো বিস্তারিত রয়েছে শামায়েলে তিরমিযী-তে] আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৈহিক ও চারিত্রিক উভয় প্রকারের আদর্শকে পরিপূর্ণ করেছিলেন।

## আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা-বার্তা

أما وقد رأينا الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض صفاته، لنرا حديثه وكلامه، وما هي صفته وكيف هي طريقته لنستمع قبل أن يتحدث عليه الصلاة والسلام.

ইতি পূর্বে আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কতিপয় গুণাবলী জানতে পারলাম। এবার আমরা তাঁর কথা-বার্তা সম্পর্কে জানব, তিনি কি ভাবে কোন্ ভঙ্গিতে কথা বলতেন! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলার পূর্বে আমরা তার কথার কিছু বর্ণনা শুনব।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا، وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ، فَصْلٍ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ

[১৯] বুখারী, হাদিসি: ৩৫৬১ মুসলিম, হাদিস: ২৩৩০
[২০] বুখারী, হাদিস: ৩৫৬২

مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর নিকট কামনা করি যে, আমার তোমাদের মধ্য হতে একজন খলিল-বন্ধু হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলিল বানিয়েছেন, যেমন ভাবে তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলিল বানিয়েছিলেন, আর আমি যদি কাউকে খলিল বানাতাম তবে আবু বকরকে আমার খলিল বানাতাম। ওহে আমার উম্মত! তোমাদের পূর্বের উম্মত তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল, সাবধান হে আমার উম্মত! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করো না, আমি এ কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।[৫০]

এ হাদিসের ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হল: যে মসজিদে কবর রয়েছে সে মসজিদে সালাত বৈধ হবে না।

## আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়েরা

كانت ولادة الأنثى في الجاهلية يوما أسود في حياة الوالدين، بل وفي حياة الأسرة والقبيلة، وسار الحل بهذاالمجتمع إلى وأد البنات وهن أحياء خوف العار والفضيحة، وكان الوأد يتم في صور بشعة، قاسية ليس فها للرحمة موطن ولا للمحبة مكان، فكانت البنت تدفن حية،... الخ

বর্বরতার যুগে মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করা ছিল পিতা-মাতার জীবনের এক কাল অধ্যায়। আর এ কালো অধ্যায়ের গ্লানি পরিবার ও বংশের সবার উপর ছেয়ে যেত। পরিশেষে উক্ত সমাজের অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হল যে, লজ্জা ও গ্লানির ভয়ে জীবিত শিশু কন্যাকে কবরস্থ করতে দ্বিধাবোধ করত না। তাদেরকে এমন কদাকার নিষ্ঠুরতার সাথে কবরস্থ করা হতো যাতে না ছিল দয়ার কোনো লেশ না ছিল ভালোবাসার কোনো স্থান। আর এ কাজটি বিভিন্ন পন্থায় আঞ্জাম দিত। তন্মধ্যে একটি চিত্র ছিল এই যে, কারো মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত পালন করার পর, স্ত্রীকে বলত: তাকে ভাল করে সাজিয়ে দাও

[৫০] মুসলিম, হাদিস: ৫৩২

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দ্বারা স্বীয় মুখ মেজে নিতেন।[৭২]

হযরত শুরাইহ ইবনে হানী রহ. বলেন—

قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.

আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম: যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীতে প্রবেশ করতেন, তখন সর্ব প্রথম কোন্ কাজটি করতেন? উত্তরে বলেন: মিসওয়াক করতেন।[৭৩]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে পরিবারের অভ্যর্থনার প্রস্তুতি কতই না সুন্দর কাজ!

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের দুআটি পাঠ করে, বাড়ীর লোকদের সালাম জানিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন—

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

অর্থাৎ আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামেই বাহির হয়েছিলাম ও আমাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করি।[৭৪]

হে মুসলিম ভাই! আপনিও পরিষ্কার হয়ে ও বাড়ীর লোকদের সালাম জানিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করুন। যারা এ সুন্দর প্রথার পরিবর্তে পরিবারের লোকদেরকে গালি-গালাজ করতে করতে বাড়ীতে প্রবেশ করে আপনি তাদের মত হবেন না!!

## আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রসিকতা

النبي القائد مهموم بأمر أمته، وبجيوشه، وقواده، وبأهل بيته، وبالوحي تارة وبالعبادة أخرى، وهناك هموم أخرى، إنها أعمال عظيمة تجعل أي رجل عاجزا عن الوفاء بمتطلبات الحياة وبث الروح فيها، ولكنه عليه الصلاة والسلام أعطى

[৭২] মুসলিম, হাদিস: ২৫৫
[৭৩] মুসলিম, হাদিস: ২৫৩
[৭৪] আবু দাউদ, হাদিস: ৫০৯৬